গ্লোবাল - স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা

সোমনাথ ভট্টাচার্য

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পামীর মধ্যে যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলেছে তাতে 'ব্র্যান্ড'-ই সত্য, 'ব্র্যান্ড'-ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। যে কোনো পণ্যের ইমেজ বা ভাবমূর্তি তৈরি করাটাই বিজ্ঞাপন - ওয়ালাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে কোনো একটি পণ্যের গ্লোবাল ব্রান্ড তৈরি করতে পারলেই — বিশ্বব্যাপী বিক্রি, ফলত নিশ্চিত মুনাফার গ্যারান্টি। বর্তমানকালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ করছি, একই পণ্য একই পদ্ধতিতে উৎপাদন, বন্টন, বিপণন হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে। মালটিন্যাশনাল বা বহু জাতিক কোম্পানীর পরিবর্তে জন্ম নিচ্ছে 'গ্লোবাল' বা বিশ্বায়িত কর্পোরেশন তৈরি হচ্ছে পণ্যের 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড'। তাই তো আমরা লক্ষ করছি 'কোকাকোলা' 'পেপসি কোলা' - দের বিশ্বব্যাপী দাপাদাপি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই কায়দায় উৎপাদিত এই পণ্য এক 'গ্লোবাল ব্রান্ড' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ফাস্ট ফুডের বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'ম্যাকডোনাল্ড' মার্কিন সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বড় বড় শহরগুলিতে।

ও যুগে বিশ্বায়নের প্রবক্তারা পণ্যের রঙিন মোড়কের অন্দরে সাধারণ মানুষকে যা বিক্রি করে তা হলো এক বিশেষ ধরনের 'জীবন বোধ'। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা ক্রেতার মনে তার অজান্তে রঙিন ফানুস উড়িয়ে দেয়, তৈরি করে পণ্যের ইমেজ— স্বপ্নময় প্রলোভন। শেষ পর্যন্ত দখল করে নেয় ক্রেতার মনের অন্তরমহল। গ্লোবাল কর্পোরেশন গুলি তাই পণ্যের মোড়কে তৈরি করে এক জনপ্রিয় ব্র্যান্ড, এই কাজে ব্যবহার করা হয় রূপোলী পর্দার বা ব্যক্তি জীবনে সফল কিছু ব্যক্তিদের এবং অবশ্যই তা লক্ষ - কোটি টাকার বিনিময়ে। যাদের সাফল্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমরা ভুলে যেতে চাই বাস্তব আর্থ - সামাজিক কুৎসিৎকে, মেতে উঠি সাধ্যের বাইরে গিয়েও অসমান প্রতিযোগিতায় - এই প্রতিযোগিতায় তৈরি পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করে কোটি কোটি টাকার মুনাফা তাইতো বিশ্বায়ন শুধু বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং আর্থিক বাজারকেই অখণ্ড চেহারা দিচ্ছে না, ভোগ্য পণ্যের বাজারকেও একসূত্রে গাঁথতে তৎপর। ভোগ্যপণ্য এবং সামাজিক অবস্থানের জন্য উচ্চাকঙ্ক্ষা সমস্ত স্থানীয় জাতীয় সীমাকে ঙেভে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। একটি উদাহরণে বিষয়টা একটু পরিস্কার হতে পারে আমেরিকার বিখ্যাত ফাস্টফুড কোম্পানী ম্যাকডোনাল্ড ১৯৮৬-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট বিক্রয় প্রায় দু-হাজার কোটি টাকার ৬৪ শতাংশের বেশি টাকার ব্যবসা করেছে মার্কিন দেশের বাইরে বিশ্বের অন্যান্য দেশে। বর্তমানে এই ব্যবসার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিজ দেশের বাইরে এই সংস্থা ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করছে।

বিভিন্ন দেশে ভোগ্যপণ্য বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে ক্রেতা তৈরি পরিকল্পনা বিশ্বায়নের প্রবক্তারা গ্রহণ করেছে, তারও একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া রয়েছে। 'বাজার গবেষণা অনুসারে ভোগের একই স্টাইল ও একই গ্লোবাল ব্র্যান্ডের পছন্দের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে গ্লোবাল এলিটস্, গ্লোবাল মধ্যবিত্ত।' তা সে হতদরিদ্র বাংলাদেশ ব আফ্রিকার দেশেই হোক; ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেই হোক অথবা ধনী দেশসমূহই হোক প্রতিটি দেশে দেশে এ ধরনের ক্রেতা তৈরি করাই স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের মূল লক্ষ্য। বলা বাহুল্য একাজে যথেষ্ট নিপুণতা ও দক্ষতার সঙ্গেই তারা সাফল্য অর্জন করছে। অসম প্রতিযোগিতায় নেমে বিভিন্ন দেশেই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের উপর এর বিষময় কুপ্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব চাইতে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে মনে হয় শিশু কিশোরদের মধ্যে, এদের একই ধরনের চাহিদার মধ্যে হাড়ু-ডুবু খাওয়ানোর জন্য রয়েছে রকমারি আয়োজনের বন্দোবস্ত, বিশ্বজোড়া ফাঁদ পাতা রয়েছে ধরা পড়তেই হবে কোন না কোন জালে। এদের জন্যে পপ - রক সংস্কৃতিতে করা হয়েছে বিশ্বায়িত — টিভির চ্যানেল ঘোরালেই পাওয়া যাবে ঐ সংস্কৃতির বিশ্বখ্যাতদের নাচ গান। (এখন অবশ্য এদেশের বেশ কিছু চ্যানেলেও বিদেশী ঐ ধরনের নৃত্য গীতের পশরা সাজানো) রয়েছে লী, এভিস অথবা হাল সময়ের হিল - ফিজার ব্র্যান্ডের জিনস্। সশরীরে গিয়ে অথবা কম্পিউটারে ক্লিক করেই ঘরে বসে উপভোগকরা যায় ম্যাকডোনাল্ডের গরমাগরম ফাস্টফুডের আস্বাদ। একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসে দেখা যেতে পারে একই ইন্টারনেটের পাতা (রগরগে ছবি সহ)।

কর্পোরেটওয়ালাদের মূল লক্ষ্য মানুষদের মনোজগৎ, মানুষের মনে হসিদ খুঁজে বের করার জন্য তাই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রী - মাইন্ড সেটিং ইন্ডাস্ট্রী। বর্তমান সময়ে একজন মার্কিন নাগরিক দিনে প্রায় দেড় হাজারের বেশি বিজ্ঞাপন চাক্ষুষ করেন বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ। আমরা কি এ থেকে অনেক পিছিয়ে আছি? একবার ভাবুন তো — সকালের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সংবাদপত্রে চোখ ঝোলানোর সঙ্গে সঙ্গেই শতাধিক বিজ্ঞাপন দিয়ে শুরু, তারপর সারাদিন রাস্তা- ঘাটে দুরদর্শনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে আপনাকে বারেবারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে কাদের টাকায় অনুষ্ঠান বা খবর অথবা খেলা দেখছেন। সারাদিনে প্রায় সহস্র বিজ্ঞাপন আপনার মনোজগতে আলোড়ন তৈরি করতে প্রস্তুত এদেশে। মার্কিন সংবাদজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি বেন ব্যাগডিকিয়ান তার মিডিয়া মনেপলি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— 'মানুষের বোধবুদ্ধিকে বন্দী করে বিস্তর অর্থ কামাবার শিল্প হলো বিজ্ঞাপন।' অকাট্য মন্তব্য সন্দেহ নেই, আজকের যুগে তাই ব্রান্ডের মূল্য আছে। গ্লোবাল ব্রান্ড মানে গ্লোবাল ভ্যালু, সব বড় বড় সংস্থাই চায় গ্লোবাল ব্রান্ড হতে, কিন্তু চাইলেই তো হয় না — কারণ শিল্প ও বাণিজ্যিক জগতে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা।

মজার কথা হলো, বিভিন্ন দেশের লোকাল ব্র্যান্ডের সঙ্গে অসম যুদ্ধে দানবীয় গ্লোবাল ব্র্যান্ডেরও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পরাজয় ঘটেছে। সেজন্যই এক নতুন তত্ত্ব আমদানী করা হয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের পুনরুত্থানে — 'গ্লোকাল' অর্থাৎ গ্লোবাসের 'গ্লো' এবং লোকালের 'কাল'। এর কৌশল হলো হাজার হাজার আঞ্চলিক বাজারের চাহিদাকে চিনে নিতে হবে, জানতে হবে লোকাল বা অঞ্চল সমূহের আগে ও অনুভূতিগুলিকে এবং সেই মত পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ করতে হবে — 'লোকাল মোড়কে — গ্লোবাল পণ্য'। অর্থাৎ নতুন বোতলে পুরোনো মদ। যাতে স্থানীয় গন্ধের সুবাসে ক্রেতাকে আচ্ছন্ন করে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের পণ্য

সহজে গেলানো যায়। সেই লক্ষেই বোধ হয় কোকাকোলা এদেশের স্থানীয় প্রায় ২০০টি পানীয় ব্রান্ড কিনে নিয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড স্থানীয় মানুষের রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে তার প্রাত্যহিক যেন ঠিক করেছে আঞ্চলিক চাহিদাকে মাথায় রেখে এম.টি.ভিরা তৈরি করছে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

এত সবের পরও যা রয়েছে, তা হল স্থানীয় সুবাস ছড়াবার জন্য শচীন, সৌরভ বা সানিয়া মির্জার মতো এদেশীয় সফল মানুষদের ব্যবহার করে বিশ্বায়িত পণ্যকে দেশীয় মোড়ক দেবার ব্যবস্থা, তার জন্য রয়েছে ঢালাও অর্থের বন্দোবস্ত। অসফল মানুষদের মনে সফল হবার আবেগ সৃষ্টির কৌশল। ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে এটাই মুনাফার লোভে কখনও কখনও এ ধরনের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে গ্লোবাল কর্পোরেট দুনিয়া তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক চরিত্রেও হস্তক্ষেপ করছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সার্বভৌমত্বের উপর খবরদারী করবার লক্ষ্যে সরকার গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেও এরা পিছপা নয়। স্বভাবতই এদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষজন, যারা এ ধরনের উপসংস্কৃতিকে ভবিষ্যতে আধিপত্যের সংস্কৃতিতে পরিণত করতে চাইবে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্রেণির প্রভাব সর্বস্তরে। ভবিষ্যতে এই ধরনের উচ্চবিত্ত মানুষজনরাই স্বদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করবে গ্লোবাল কর্পোরেটদের সাহায্যে সন্দেহ নেই, কিন্তু দ্বন্দ্ব, এখানেও রয়েছে, দেশের মুষ্টিমেয় মানুষজনদের স্বার্থবাহী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেওয়ার বিষময় ফল ইতিমধ্যেই বহু দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সচেতন প্রতিরোধই পারে স্বপ্নের ফিরিওয়ালাদের মুখোস উন্মোচন করে তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে। আমাদের সামনে এই ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ। কর্তব্য সম্পাদন করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই।